আলমডাঙ্গায় নতুন ৭ জন করোনা আক্রান্ত, সকলেই স্থানীয়

আলমডাঙ্গায় আরও ৭ জনের শরীরে করোনভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। গতকাল রবিবার রাতে এদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট ৬৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত হল। সুস্থ্য হয়েছেন মোট ৩৯ জন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ক‘দিন আগে ১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার রাতে ১৩ জনের মধ্যে ৭ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

জানা গেছে, নতুন আক্রান্তরা হলেন পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের ২ জন, আসাননগর গ্রামের ২ জন, পৌরসভার পশুহাট এলাকার ১ জন, হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়ার ১ জন ও একই ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামের ১ জন। আক্রান্তরা কেউ ঢাকা, নারায়ানগঞ্জ, গাজিপুর বা চট্টগ্রাম থেকে আসেননি। তারা সবাই স্থানীয় বলে জানা গেছে। আক্রান্তরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের হাফেজ উদ্দিন মালিথার ছেলে মনিরুজ্জামান টুকুলও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কুষ্টিয়ায় ফায়ার সার্ভিসে ফায়ারম্যান পদে কর্মরত রয়েছে।

সুত্র জানায়, কদিন আগে টুকুল জ্বর-সর্দ্দি নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে বেলগাছি গ্রামের বাড়িতে আসেন। অবস্থা খারাপ হলে তিনি আবার কুষ্টিয়ায় চলে যান। সেখানে গিয়ে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে, টুকুল চলে যাওয়ার পর তার চার বছরের মেয়ে জ্বরে পড়েছেন। তার মধ্যেও করোনা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে তার বাড়ির কেউ কোয়ারেন্টিন মানছেন না বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পিতার বারংবার বিয়ে, অসহায় সন্তানরা

আলমডাঙ্গার বক্সিপুর গ্রামের ষাটোর্ধ মনিয়া মন্ডল একের পর এক বিয়ে করে পরিবারকে নরকে পরিনত করার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা।

তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় গ্রামে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এই ঝড় ঠেকাতে মনিয়া মন্ডল ছেলেদের নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নাজেহাল করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানায়, বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল প্রথমে বিয়ে করেন উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনকে। এই সংসারে দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে। এদের কারো কারো বিয়ে হয়ে সন্তানাদিও হয়ে গেছে। কিন্ত মনিয়া মন্ডল হুট করে আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা গ্রামের কাজলী নামের এক মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন।

এতে প্রথম পক্ষের চার ছেলে-মেয়ে তীব্র আপত্তি তুলতে থাকেন। তবে কোন বাঁধ মানেননি মনিয়া মন্ডল। তিনি নতুন স্ত্রী কাজলীকে নিয়ে একের পর এক মাঠের জমি বিক্রি করতে শুরু করেন। আর নিঃস্ব হতে থাকেন তার চার ছেলে-মেয়ে। কাজলীকে নিয়ে জমি বিক্রির টাকাই বেশ ভালই চলছিল মনিয়া মন্ডলের। কিন্ত বছর খানেকের মাথায় হঠাৎ করেই কাজলীকে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী কাজলীকে তালাক দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রায় একই সাথে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রী সাজেদাকেও এবার তালাক দিয়ে দেন। এরপর মাস তিনেকের মাথায় বলা নেই কওয়া নেই দুর্লভপুর গ্রামের কালুর মেয়ে পারুলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। এবার রীতিমত পাড়া-মহল্লায় হৈচৈ পড়ে যায়।

মনিয়া মন্ডলের ছেলে রইছ উদ্দিন বলেন, বাবা অকারনেই বারেবার বিয়ে করেন এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্ত আমাদের মাঠে ৭ বিঘা জমি ছিল বাবার বারবার বিয়ে করার কারণে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাড়ির জমিটুকু আছে। তাও বিক্রি করার পায়তারা চলছে। বাবার কারণেই আমরা নানা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছি। আবার আমাদের নামেই থানায় মিথ্যা

অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন বাবা।

কুষ্টিয়ায় নতুন আক্রান্ত ৩৮, মোট ৭৪৬

কুষ্টিয়ায় নতুন করে আরও ৩৮ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

রবিবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১৯৩ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে নতুন করে ৩৮ জন করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়। এনিয়ে এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ৭৪৬ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হলো।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ২০ জন, দৌলতপুরে ৪ জন , ভেড়ামারায় ৫ জন, কুমারখালীতে ৭জন ও খোকসা উপজেলায় ২ জন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৩৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৬২ জন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৪ জন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

কুষ্টিয়ায় ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে খালু আটক

কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং কদমতলা এলাকায় ৪ বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আব্দুল্লাহ (৩৫) কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার সময় হাউজিং কদমতলা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া আব্দুল্লাহ বাড়ি মাগুরায়। সে কুষ্টিয়া হাউজিং কদমতলায় ভাড়া থাকতো।

অভিযোগকারী প্রতিবেদককে জানান শিশুটির সম্পর্কে সে খালু হয়। সে এমন ধরণের কাজ করবে আমরা তা কখন ভাবেনি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, রবিবার বিকেলে হাউজিং কদমতলা ওই শিশুটি বাড়ির সামনে রাস্তায় খেলাধুলা করার সময় খাবার জিনিস দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আব্দুল্লাহ শিশুকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে।

শিশুটি অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে তার পিতা মাতাকে জানালে তারা আমাদেরকে খবর দিলে, আমরা আব্দুল্লাহ কে আটক করতে সক্ষম হই।

এ বিষয় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

দৌলতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মুন্না আহম্মেদ (২২) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে উপজেলার শীতলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মুন্না একই উপজেলার রিফায়েতপুর ইউনিয়নের বিন্দিপাড়া গ্রামের আজগর আলীর ছেলে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) নিশিকান্ত জানান, শীতলপাড়া এলাকায় একটি নবনির্মিত ভবনে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছিলেন মুন্না। দুপুরের দিকে পানি উত্তোলনের জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত তিনি।

তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে

কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর পৌর সড়কে গরু, বেওয়ারিশ না ওয়ারিশ?

মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন সড়কে গৃহপালিত গরুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ পৌরবাসী। দিনের বেলায় দুই একটা চোখে পড়লেও রাত হলেই বেড়ে যায় এদের আনাগোনা। এতে পথচারী সহ চলাচলে পৌরবাসিরা পড়ছেন বিড়ম্বনায়।

গরুর অবাধ বিচরণে শহরের রাস্তা গুলো হচ্ছে নোংরা। মেহেরপুর শহরের অলিগলি ও প্রধান সড়কে ঘরে দেখা যায় প্রায় ৫০টির মত গরু গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সাথে বাড়ির সামনে পড়ে থাকা ময়লা আবর্জনা গুলোর মধ্যে খাবারের সন্ধানে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে পৌরসভার পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নিলেও কার্যকর করা হয়নি।

মেহেরপুর শহরের কোর্ট মোড়ের দোকানদার কামরুল হাসান জানান, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দোকানের সামনে ময়লা আবর্জনা গুলো গুছিয়ে রাখি। রাত হলেই সেগুলোকে কয়েকটা গরু এসে ছিটিয়ে দিয়ে যায়।

চা দোকানি সবুজ বলেন, প্রধান সড়কে অবাধে কয়েকটি গরু প্রতিনিয়ত চলাফেরা করে। এতে যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করে পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

বড় বাজার ব্যবসায়ী হিরক বলেন, গত বৃহস্পতিবার আমাদের পাশের একটি নর্দমাতে একটি গাভী পড়ে যায়। গরুর মালিকের কোন খোঁজ না পেয়ে ফায়ার সর্ভিসকে খবর দিই। তারা আসতে না চাইলে আমরা স্থানীয় কয়েকজন ঘন্টা খানেক চেষ্টার পর গরুটি উদ্ধার করি। আর কিছুক্ষণ নর্দমায় থাকলে হয়তো মারা যেত। পরে সন্ধ্যার দিকে মালিক এসে গাভী নিয়ে গেলো।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের দেহরক্ষী লিখন জানান, মেহেরপুর শহরে

প্রতিনিয়ত প্রায় ৫০-৬০ গরু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে ভীষণ পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আমরা বেশ কয়েকবার কয়েকটি গরু ধরে আকটে রেখেছিলাম। তিন চার দিন পর মালিকের খোঁজ হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদেরকেই খাবার দিতে হয়েছে। মালিকদের কড়া ভাবে বলেও কোন লাভ হয়নি।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, শহরে যেসব গরু গুলো ঘুরে বেড়ায় এই গরু গুলোকে বেশ কয়েকবার আমরা আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু মালিক পক্ষ থেকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বারবার বলা পরেও তারা মানছে না। দুই একদিন ঠিক থাকলেও পরে আবার তারা রাস্তায় ছেড়ে দেয়।

আমরা ইতোমধ্যে গরুর বিষয়ে মাইকিং করেছি। যদি এরপরও না হয় তবে আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে খোয়াড়ের ব্যবস্থা করবো। যাতে গরু আটকের পর জরিমানা দিয়ে মালিককে ছাড়াতে হয়। পৌরসভাকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতেই আমরা এই পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন করবো।

গাংনীতে বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সে চুরির দায় স্বীকার কালামের, আরো দু’জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতাল বাজারের বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সের মালামাল চুরির সাথে জড়িত রয়েছে বলে স্বীকার করেছে সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালাম।

রবিবার বিকাল ৩ টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো: ওবাইদুর রহমান। এদিকে আবুল কালামের স্বীকারক্তি অনুযায়ী চুরির সাথে জড়িত রুয়েরকান্দির গ্রামের নইমুদ্দীনের ছেলে নজরুল ইসলাম (৪৫) ও একই গ্রামের আব্দাল হকের ছেলে ভ্যান চালক জব্বার আলীকে (২৭) আটক করেছে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান জানান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালাম জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার

করেছে বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সের রড এ্যাঙ্গেল,প্লেন সিট সহ অন্যান্য মালামাল চুরির সাথে সে সহ রুয়েরকান্দি গ্রামের নজরুল ইসলাম ও ভ্যান চালক জব্বার আলী জড়িত।

তিনি আরো জানিয়েছেন, চুরির বিষয় নিয়ে আবুল কালাম ও নজরুল ইসলামের মধ্যে কথপোকথনের একটি অডিও পুলিশের কাছে এসেছে। অডিও টেপের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন আবুল কালাম ও নজরুল ইসলামের মধ্যে বেশ কিছুদিনের সম্পর্ক রয়েছে। ইতোপূর্বে নজরুলকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়েছে আবুল কালাম।

এছাড়া বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সে চুরি করতে নজরুল ইসলামকে ৫শ টাকা ও ভ্যান চালক জব্বার আলীকে ২শ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করেছে আবুল কালাম। আটককৃত আবুল কালাম,নজরুল ইসলাম ও জব্বার আলীকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে গাংনী হাসপাতাল বাজারের মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সে রড এ্যাঙ্গেল,প্লেন সিট সহ অন্যান্য মালামাল চুরির ঘটনা ঘটে। শনিবার বিকাল ৩ টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আবুল কালাম আজাদের গোডাউন থেকে চুরি যাওয়া আনুমানিক ওজন ১শ’ ৮০ কেজি মালামাল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সের মালিক মোজাম্মেল হক বাদী হয়ে আবুল কালাম সহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের নামে মামলা দায়ের করেন।

গাংনীতে গাঁজাসহ ১০ মাদক সেবী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক অভিযানে ১০ মাদক সেবীকে গ্রেফতার পুলিশ। শনিবার বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পীরতলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই বাবলু। এসময় তাদের কাছ থেকে ১শ’৭০ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, কাজিপুর মাঠপাড়ার

জনৈক খেদু ফরাজির কাঁঠাল বাগানে মাদক সেবন করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার তেকালা গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে আল হাসান (৩৫),কাজিপুর মাঠপাড়ার শরিফুল রইসলামের ছেলে মহন,একইপাড়া আব্দুল্লাহর ছেলে সুনারুল,সামাদের ছেলে নয়ন,আজিমুদ্দীনের ছেলে তরিকুলকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৭০ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে মামলা নং ০৮ তাং ০৪.০৭.২০২০ ইং।
অপরদিকে কাজিপুর মন্ডলপাড়ার মজিরুদ্দীনের ছেলে রেজাউলের বাড়িতে মাদক সেবনের আসর বসেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রেজাউল সহ হাজিপাড়ার আজিমের ছেলে সোহেল রানা,পোষ্ট অফিস পাড়ার রফিকুল ইসলামের ছেলে মিলন,বর্ডারপাড়ার মিরাজের ছেলে আরজ ও বৈরাগীপাড়ার আব্দুর রহমানের ছেলে নজরুলকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ১শ’ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। আটকৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলা নং ০৮ তাং ০৪.০৭.২০২০ ইং।

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা রোগী সনাক্ত হয়নি। রবিবার বিকালে করোনা মেহেরপুরে আরো ৩০ টি রিপোর্ট এসেছে যার সবগুলো নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন জানান, নতুন করে যে সকল নমুনা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে ৬ জনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় ১ হাজার ৯শ ৪৮ জনের মধ্যে ৯২ টি পজেটিভ । যার মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের করোনা প্রচারণা অভিযান

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করেছে।

রবিবার বিকেল ৪ টার সময় ইন্সপেক্টর একরামুল এর র্নিদেশনায় হোটেল বাজার সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয় ।

এ সময় ইন্সপেক্টর একরামুল বলেন, করোনা মোকাবেলায় যে সকল পথচারী, ইজিবাইক ও রিকশা গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানছে কি না সেই দিকে আমরা লক্ষ রাখছি ও কেউ যেনো মাস্ক ছাড়া বাইরে না আসে, তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল, এটিএস মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।